23

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ছাত্র রাজনীতি

সাইদুর রহমান চৌধুরী

"প্রতিটি মানুষ একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব, যে রাজনীতি করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।" কথাটি বলেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তিনি ঠিকই বলেছেন। মানুষ যদি তার প্রতিবাদের ভাসা হারিয়ে ফেলে কিংবা তার প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেয় কোন মানুষ, তাহলে মানুষের নীতিনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক আচরণ-বোধের পরিচয় মিলবে কিভাবে। আর সে অধিকার যদি কেড়ে নেয় ছাত্রদের কাছ থেকে তাহলে সেটা হবে আরো ভয়াবহ। কারণ অনুন্নত দেশে সবচাইতে সচেতন হচ্ছে ছাত্ররা। কিছুটা নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক বোধ ছাত্ররাই লালন করে।

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনে হাজারো সমস্যা রয়েছে। এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে ছাত্ররাই কথা বলে। কোন জাতীয় নেতা বা নেত্রীকে কখনো বলতে শুনিনি দশ দফা বাস্তবায়নের দাবি পূরণ করতে হবে। এ দেশে শিক্ষার সকল সমস্যা মিটিয়ে দিতে হবে। এগুলো ছাত্র নেতৃবৃন্দই বলেন।

ছাত্র রাজনীতি যারা বন্ধ করার কথা বলেন তারা একটি যুক্তিই দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন, সেটা হলো 'সন্ত্রাস।' আমিও অস্বীকার করি না যে, ছাত্ররাজনীতির ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চলছে। তবে তার জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে তার কোন মানে নেই। মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার পক্ষপাতী আমি নই। সন্ত্রাস কোথায় নেই? প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় সন্ত্রাস চলছে, তাহলে কি জাতীয় রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে?

অনেকে বলেন, '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর ছাত্ররা বিশেষ কোন ভূমিকা রাখেনি। যারা একথা বলেন তাদের কাছে আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা ঃ '৯০-এর পর কি এমন কোন আন্দোলন হয়েছে যেখানে সকলের অংশগ্রহণ ছিল। বিএনপি বিরোধী আন্দোলনে তো শ্রমিকদের অংশগ্রহণ খুব একটা চোখে পড়েনি। সে জন্য কি শ্রমিক রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে? যারা এমন কথা বলেন ছাত্ররা '৯০-এর পরে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি, তারা ভুল বলেন। '৯০-এর অভ্যুত্থানের পর এদেশের ছাত্ররাই কাগজের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে শহরে কচুপাতা হাতে মিছিল করেছে। সরকারের কাছে শিক্ষানীতি দাবি করেছে। সন্ত্রাসবিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে মঈন হোসেন রাজুকে।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, ১৯৬৯ সালে আসাদ শহীদ হওয়ার পর কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন "আসাদের শার্ট" কবিতাটি। আর ১৯৯৩ সালের রাজুর মৃত্যুর পর লিখলেন "পুরানের পাখি।" আমি এখানে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলাম ঃ

যে যুবক ঘৃণা করে নাই
রাজুর হিংস্র ঘাতকদের
সে বিবেকহীন।
সন্ত্রাসী বুনো মোষের তাড়া খেয়ে
যে যুবক এখনো পলায়নপর
সে কাপুরুষ।
রাজু এই ক্যাম্পাসের প্রমিথিউস।

বাংলাদেশে ১২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি রয়েছে ছাত্র। এই ছাত্ররা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে বাস করে না। এরা এ সমাজেরই অংশ। কাজেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে সকল সন্ত্রাসী ভাল হয়ে যাবে এমনটা ভাবা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত তারা ছাত্র রাজনীতি থাকলেও সন্ত্রাস করবে, না থাকলেও সন্ত্রাস করবে। ছাত্ররা যেহেতু রাষ্ট্রের বাইরের কোন অংশ নয় সেহেতু ছাত্রদের সন্ত্রাস ঠেকানোর দায়িত্বও সরকারের। সরকার যেহেতু শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারছে না, তাই সেই ব্যর্থতাটুকু ঘোচানোর জন্য ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার কথা বলছেন।

এদেশে যে আবারো কোন স্বৈরাচারী তৈরি হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? দেশ যদি আবার কোন গভীর সঙ্কটে পড়ে তখন কোন্ ছাত্র এসে দাঁড়াবে? সেই শোষিত নিপীড়িত মানুষের পাশে।

না পাঠক আপনি ভাববেন না যে আমি ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কি সেটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি জানি সন্ত্রাসের কারণে একজন মানুষকে কতটা গুটিয়ে যেতে হয়। তাই মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ-এর নিকট অনুরোধ ছাত্ররাজনীতি বন্ধ না করে, সন্ত্রাস বন্ধ করার উদ্যোগ নিন। মিছে বাক্য ব্যয়ের মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে পুলিশ প্রশাসনকে কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন করার নির্দেশ দিন। প্রয়োজনে বড় দলগুলোকে বলুন তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখার জন্য। লেজুড় ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে পারলে, সন্ত্রাসীরা আর ছাত্ররাজনীতির ছাত্রছায়ায় থাকতে পারবে না। সেই সাথে ছাত্র নেতৃবৃন্দকেও সন্ত্রাসীদেরকে নিজের দলে না টানার অনুরোধ রইল।

(লেখক ঃ বিএসসি পরীক্ষার্থী '৯৬)